জাতীয় আয়কর দিবস ২০০৮

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩১ ভাদ্র ১৪১৫
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও জনগণের বহুমুখী সেবা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণে আয়করের আওতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। আয়কর সমৃদ্ধ অর্থনীতি গঠনের পাশাপাশি সম্পদের সুষম বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আয়কর ও রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। জাতীয় আয়কর দিবস জনগণকে কর প্রদানে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি জাতীয় আয়কর দিবসের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

উপদেষ্টা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ ভাদ্র ১৪১৫
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাণী

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ 'জাতীয় আয়কর দিবস' উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বনির্ভর জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করলেও আমাদের কর জিডিপি অনুপাত কাম্য অবস্থার অনেক নীচে অবস্থান করছে যা প্রতিবেশী সবকয়টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই অনুপাতকে ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়কর দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আয়কর দিবস উপলক্ষ্যে সরকার প্রথমবারের মতো সম্মানিত করদাতাবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজনকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে করদাতাবৃন্দ কর প্রদানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করছি। আয়কর সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম একটি দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজস্ব আহরণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আয়কর প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে রাজস্ব বিভাগে নানা রকম সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এসব কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য করদাতা ও কর বিভাগের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্বের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলে কর বিভাগের সঠিক ইমেজ তুলে ধরা। এরই অংশ হিসেবে আয়কর দিবস পালনের আয়োজন। আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে কর বিভাগ এবং করদাতাবৃন্দের মধ্যে গ্রাহক-শুভানুধ্যায়ী সম্পর্ক তৈরী হবে যা জাতীয় রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথম জাতীয় আয়কর দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কর প্রদান সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

(ড. এ. বি. মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম)

প্রেক্ষিত :

জাতীয় আয়কর দিবস -২০০৮

॥ পারসা বেগম ॥
সদস্য (আয়কর নীতি)

বৃটিশ ভারতে ১৯২২ সালে আয়কর আইন এবং আয়কর বিভাগের জন্ম। পরবর্তীতে ইতিহাসের পথপরিক্রমায় আমরা বাংলাদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে আয়কর বিভাগ পেয়েছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের অধীনে দেশব্যাপী ১৮টি অধিক্ষেত্রভুক্ত কর অঞ্চল, ৫টি আপীলাত কর অঞ্চল ও দু'টি পরিদপ্তর এবং অধিক্ষেত্রভুক্ত কর অঞ্চলের অধীনে ৩০৩টি সার্কেল রয়েছে। করদাতাদেরকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ এবং দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে সহায়তা প্রদানসহ আয়ের বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখা আয়কর বিভাগের অন্যতম কর্তব্য।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম বছর আয়কর আহরণের পরিমাণ ছিল ১০.৩৬ কোটি টাকা। ছত্রিশ বছর পর তার পরিমাণ সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে যদিও দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক। নানা রকম আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে দীর্ঘসময় পর্যন্ত আয়কর বিভাগ তেমন গুরুত্ববহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাংখিত অবস্থান লাভ করেনি। মূলতঃ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়করের প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা ও নিস্পৃহতা হয়তো এ অবস্থার পিছনে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনীতিতে দিন বদলের পালা এসেছে, প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরোক্ষ করের বদলে প্রত্যক্ষ কর কেন্দ্রিক স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে। বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে কি করে নিজের টাকা দিয়ে নিজের ব্যয় নির্বাহ করা যায় সে দিকে চিন্তা-ভাবনা নতুন দিগন্ত উম্মোচনের অনিবার্যতা জাতীয় জীবন সাধনার অংশ হতে চলেছে।

"সবাই মিলে দেবো কর, দেশকে করবো স্বনির্ভর" এ রকম একটি প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে জাতীয় আয়কর দিবস পালনের প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে। আয়করের প্রতি জনমানুষের ইতিবাচক সচেতনতা সৃষ্টি করতে, আয়করের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গি দূর করতে, জাতীয় জীবনে আয়করের গুরুত্ব তুলে ধরতে, আয়কর আইনকে সহজভাবে সকলের কাছে পৌছে দিতে সর্বোপরি করদাতা-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হিসেবে সরকার ১৫ই সেপ্টেম্বরকে জাতীয় আয়কর দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

আয়কর আইন কঠিন, জটিল ও দুর্বোধ্য বলেই সকলে জানেন। কিন্তু দুর্বোধ্য ও কঠিন আরো অনেক বিষয়েই নিয়মিত চর্চার কারণে চর্চাকারীর জন্য সহজ এবং প্রয়োগ-দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। কোন বিষয়ে যখন আধুনিকতার স্পর্শ লাগে, তখন তা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, আনন্দময় এবং কার্যকরী হয়ে উঠে। আয়কর সংশ্লিষ্ট বিষয়েও আধুনিকতার স্পর্শের প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে আয়করদাতা ও আহরণকারীর মানসিকতার পরিবর্তন ও সংস্কারের। এই প্রয়োজনের তাগিদ ধীরে ধীরে এই জটিল ও কঠিন আইনটিকে প্রায়োগিক সহজবোধ্যতার মাটিতে নিয়ে এসেছে। এনেছে জনমানুষের বোধের আওতার মধ্যে। আয়কর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সহজ, সরল, মননশীল এবং করদাতামূখী করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে যে সকল সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা হল:

সিটিজেন চার্টার প্রণয়নঃ
করদাতার অধিকার আর কর প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং মাঠ পর্যায়ে প্রত্যেক কমিশনার অফিস সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করেছে যাতে বর্ণিত হয়েছে করদাতার অধিকার আর কর প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের ও সেবা প্রদানের সময়সূচী ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্যমূলক বিবরণ। এর ফলে কর প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং করদাতা তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদানঃ
করদাতারা আয়কর দেবেন, সরকার তাদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জেলা ভিত্তিক ৫জন সেরা করদাতাকে পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা-২০০৮ প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আওতায় প্রতিবছর ৬৪টি জেলার এবং ৬টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতিটির সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ৩জনকে এবং দীর্ঘ মেয়াদে কর প্রদানকারী ২জনকে সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জাতীয় আয়কর দিবসে প্রথম বারের মতো এ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

স্বব্যাখ্যায়িত নতুন আয়কর রিটার্ণ ফরম প্রণয়ন ঃ
সরকারী-বেসরকারী পক্ষ একত্র হয়ে বাস্তবতার নিরিখে এ বছর আয়কর রিটার্ণ ফরম স্ব-ব্যাখ্যায়িত করে তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি করদাতা এবং কোম্পানী করদাতার জন্য পৃথক রিটার্ণ ফরম রয়েছে। সাধারণ মানুষের অর্থ ব্যবস্থাপনার অতি সরল সমীকরণের উপর ভিত্তি করেই আয়কর রিটার্ণ ফরম, সম্পদ ও দায়ের বিবরনী ফরম এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী ফরমগুলো তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি মানুষ অর্থ উপার্জন করে দু'টি কাজ করে। প্রথমতঃ উপার্জিত অর্থ বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করে; দ্বিতীয়তঃ উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করে বা বিনিয়োগ করে। সুতরাং আয়ের মৌলিক সংজ্ঞাটি একটি সরল সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ঃ আয় = ব্যয় + সঞ্চয়। আয়কর যেহেতু 'আয়ের উপর প্রদেয় কর' সে কারণে একজন ব্যক্তি করদাতা যা ব্যয় করেন বা সঞ্চয় করেন এ দুটি উপাদানের উপরই আয়কর দিতে হয়। নতুন আয়কর রিটার্ণ ফরমে ব্যয়ের খাতগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করদাতা তার ব্যয় সঠিকভাবে দেখাতে পারেন।

আয়কর রিটার্ণ ফরম পূরণের নির্দেশিকা প্রকাশ ঃ
সহজ কথা সহজে বলার প্রয়াসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ থেকে আয়কর রিটার্ণ ফরম পূরণের নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাতে টিআইএন ফরম এবং রিটার্ণ ফরম পূরণ করার কায়দা কানুন সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই ফরমগুলোর প্রতিটি ঘর পূরণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়কর রিটার্ণ কারা দিবেন রিটার্ণ ফরম কোথায় পাওয়া যাবে, রিটার্ণ দাখিলের সময় কখন, রিটার্ণ দাখিল না করলে কি হবে- রিটার্ণের সাথে কি কি কাগজপত্র দিতে হবে- এসব প্রশ্নের জবাব রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন আয় এবং পেশার করদাতাদের আয় নিরূপন এবং কর গণনার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হয়েছে। এ সকল নমুনা থেকে সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, কৃষিজীবী, এনজিও কর্মকর্তা, শিল্পী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, মৎস খামারীর আয় এবং আয়করের হিসাব সহজেই পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আয়কর আইন অনুযায়ী আয়ের ৭টি খাত রয়েছে- (১) বেতন আয়, (২) সিকিউরিটির উপর সুদ আয়, (৩) গৃহসম্পত্তির আয়, (৪) কৃষি আয়, (৫) ব্যবসায় ও পেশার আয়, (৬) মূলধনী লাভ (৭) অন্যান্য উৎসের আয়। বিবৃত প্রথম ৬টি খাতের আয় ছাড়া অন্য যে কোন আয় অন্যান্য উৎসের আয়ের অন্তর্ভুক্ত। একজন করদাতার যদি আয়ের এ খাতগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকে এবং তিনি যদি বছরব্যাপী এসব খাতে তাঁর আয়ের হিসাব এবং খরচের হিসাবগুলো সম্পর্কে নিজে অবহিত থাকেন তা হলে তাঁর কাছে নিজের আয়করের বিষয়টি অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

করনেট বৃদ্ধিকল্পে স্বপ্রণোদিত করদাতা নিবন্ধনের কর্মসূচীঃ
স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজে নিজে উদ্যোগী হয়ে করা কাজে আনন্দ, স্বস্তি ও তৃপ্তি জড়িত থাকে। এই লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বপ্রণোদিত করদাতা নিবন্ধনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং উপজেলায় উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভায় মিলিত হচ্ছেন এবং স্বেচ্ছা নিবন্ধিত করদাতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন টিআইএন সনদপত্র। তাঁদেরকে দেয়া হচ্ছে স্বপ্রণোদিত আয়করদাতা কার্ড। আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে করদাতাদের কাছে স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত হওয়ার বার্তা পৌছে দিয়েছেন। বিনিময়ে নতুন করদাতা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আইনজীবী সমিতির সদস্যবৃন্দ, কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী শ্রেণী সকলেই করদাতা হওয়ার বিষয়টি সম্মানজনক বলে বিশ্বাস করেছেন এবং সকলের সাথে এ অভিযানকে সফল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। এ কাজে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

আয়কর বিষয়ক সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে One Stop Service চালু করণঃ
আয়কর একটি সেবা-নির্ভর বিষয়। করদাতা আয়কর দিবেন কিন্তু তাঁর এই দেয়া কিছু প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। আয়কর রির্টাণ সরবরাহ ও রির্টাণ ফরম পুরণে সহায়তা করা, আয়কর সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবদান, আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রার্থিত সার্টিফিকেট স্বল্পতম সময়ে প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ সেবা হতে পারে। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি বিভিন্ন কর অঞ্চলে One Stop Service চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক কর অঞ্চলে কর পরামর্শ সেবা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে টেলিফোনের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা পাওয়া যায়। এ ছাড়া আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মৌসুমে সচিবালয়ে, অফিসার্স ক্লাবে, জাতীয় প্রেস ক্লাবে, বড় হাসপাতালে, কর অফিস থেকে দূরবর্তী অথচ জনবহুল এলাকায় অফিসারদের টীম থাকছে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য। One Stop Service Centre গুলো থেকে টিআইএন সনদপত্র, Tax Clearance সনদপত্র সর্বনিম্ন এক দিন থেকে সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। করদাতারা তাঁদের আবেদন পত্র এখানে জমা দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিয়ে যান এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে উল্লেখিত তারিখে উপস্থিত হয়ে এখান থেকে নিয়ে যান তাঁদের প্রার্থিত সার্টিফিকেট খানি। একইভাবে নির্ধারিত দিনে দূরবর্তী জেলা ও উপজেলা সদরে ক্যাম্প খুলে আয়কর রিটার্ণ পূরণে সহায়তা প্রদান ও আয়কর রিটার্ণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত সংস্কার ঃ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট Website রয়েছে যার ঠিকানা www.nbr-bd.org। এ Website এ আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত তা update করার চেষ্টা চলছে। Website এ রিটার্ণ ফরম, রিটার্ণ ফরম পূরণের নির্দেশিকা এবং চলতি বৎসরের বাজেটের উপর আয়কর পরিপত্রটিও পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে যে কেউ Website থেকে রিটার্ণ ফরম Dowanload করে নিতে পারেন।

আয়কর বিভাগের কম্পিউটারাইজেশন ঃ
তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম অবদান এই যে, সে- "দূরকে করেছে নিকট বন্ধু, পরকে করেছে ভাই"
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে চায়- করদাতা এবং কর বিভাগের প্রয়োজন সহজে পূরণ করার মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেটের আওতায় আয়কর বিভাগের কম্পিউটারাইজেশনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোর জন্য hardware সংগ্রহ করা হয়েছে; software procurement এর প্রক্রিয়া চলছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণ করদাতা-বান্ধব একটি system আয়কর বিভাগে গড়ে উঠবে। কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে **online এ রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ** তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঝামেলামুক্ত একটি সংস্থা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং আয়কর বিভাগ আয়কর সেবা প্রদানে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি।

আয়কর বিভাগ সম্প্রসারণ ঃ
আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় করদাতার সংখ্যা কম। করদাতার সংখ্যা optimum Level-এ উন্নীত করা এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য আয়কর বিভাগের জনবল এবং logistics এর প্রয়োজন। এখনও উপজেলা পর্যায়ে আয়করের কোন অফিস নেই; দু'একটি জেলা ছাড়া অন্য জেলাগুলোতে এখনো ভাড়া বাড়ীতেই আয়কর অফিস। ঢাকাতে আয়কর বিভাগের নিজস্ব কোন বিল্ডিং নেই। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা আয়কর বিভাগ সম্প্রসারণ এবং পূর্নগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগের সম্প্রসারণের পদক্ষেপের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। আয়কর বিভাগে সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল ও সাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হলে কর বিভাগ একটি উন্নতমানের আধুনিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আয়কর কেন দেবো ঃ
শিশুকে তার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনের অধিকার দিতে, সুপ্রশস্ত রাস্তা-ঘাটের সুবিধা পেতে, প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে ঝকঝকে হাসপাতাল গড়ে তুলতে, প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা নিয়ে যেতে, রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পেতে, দরিদ্র অথচ মেধাবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভ ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পেতে, টাকার অভাবে বিজ্ঞান পড়তে পারেনি তারপরও নিরলস সাধনা ও স্বীয় চেষ্টার মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের যে কিশোরটি নিজ হাতে একটি বিমান তৈরী করেছে তাকে বিমান শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ দিতে আমাদের আয়কর দেয়া প্রয়োজন।

রমজান মাস চলছে। ঈদ আসন্ন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঈদের মর্মবাণী আমাদের কাছে পৌছে দিয়ে গেছেন বহুদিন আগেঃ

"ঈদুল ফিতর আনিয়াছে তাই নব বিধান
ওগো সঞ্চয়ী উদ্বৃত্ত যা কর তা দান
ক্ষুধার অন্ন হোক সবার
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পেয়ালাতে
দিয়া ভোগ কর বীর দেদার।"

জাতীয় আয়কর দিবস এই মর্মবাণীর প্রতি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ ভাদ্র ১৪১৫
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে দেশে প্রথম বারের মত 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল করদাতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

কর আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জীবনী শক্তি। অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ যোগানোর ক্ষেত্রে কর সরকারকে ব্যাপক সাহায্য করে। আমার বিশ্বাস, আয়কর দিবস পালন, কর বান্ধব নীতি ও কর প্রদান সরলীকরণসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচি আয়কর বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। কিন্তু জনগণের ওপর অযথা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না।

করদাতাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক জেলায় তিনজন সর্বোচ্চ আয়কর দাতা এবং দুইজন দীর্ঘ মেয়াদের আয়কর প্রদানকারীকে সম্মাননা প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি, এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপের ফলে সমাজে ভাল করদাতাদের সম্মান বাড়বে এবং অন্যরাও নাগরিক হিসেবে কর প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন। আয়কর দিবস উদযাপন কর প্রদানের পাশাপাশি নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস-২০০৮ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(ফখরুদ্দীন আহমদ)

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩১ ভাদ্র ১৪১৫
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাণী

স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ ৩৭ বৎসর অতিবাহিত হলেও আজো আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর-স্বনির্ভর হতে পারিনি। জনসংখ্যার তুলনায় এ দেশে কর প্রদানকারীর সংখ্যা যেমন সন্তোষজনক নয় তেমনি কর-জিডিপি অনুপাতও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক কম। এ রকম একটি বাস্তবতার মধ্যে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে দেশে প্রথম বারের মত জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস করে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে এ দেশকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করা এখন সময়ের দাবী। প্রবৃদ্ধি সহায়ক এবং দারিদ্র নিরসনমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বাড়িয়ে তোলা খুব জরুরী। আয়কর আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপনের এ আয়োজন।

জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আয়কর সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং আয়কর বিভাগ ও করদাতাদের মধ্যকার দুস্তর দূরত্বকে অতিক্রম করে দু'পক্ষের সম্পর্ক নিবিড় করার উদ্যোগ সফল হতে পারে। দেশের অর্থনীতির মজবুত ভিতের জন্য নিজস্ব সম্পদের প্রয়োজন। আয়করের সংস্থান বাড়িয়ে এ প্রয়োজন পূরণ করা যায়। এ কাজে দেশবাসীকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় আয়কর দিবস সচল ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশ্বাস রাখি।

'সবাই মিলে দিব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর'-জাতীয় আয়কর দিবসে এই হোক সকলের অঙ্গীকার।

জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন আয়কর আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি।

(মোহাম্মদ আবদুল মজিদ)

সিটিজেন চার্টার-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর বিভাগ

নং	কাজের নাম/প্রকৃতি	সেবা প্রদানকারী/স্থান	সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান	নির্ধারিত সময়সীমা
১	কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর - ৫ শাখা)	সরকারী কর্মচারী বিধিমালাসমূহ	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
২	আয়কর আইন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও মতামত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (আয়কর আইন ও বিধি শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৩	দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তি সংক্রান্ত মতামত ও ব্যাখ্যা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মতামত শাখা)	সম্পাদিত দ্বৈত কররোপন চুক্তি ও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৪	কর ফাঁকির বিরুদ্ধে অভিযোগ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর ফাঁকি ও আইটিপি রেজিষ্ট্রেশন শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৩ ও ধারা ১২০	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৫	কোম্পানী করদাতার কর অবকাশ সংক্রান্ত অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-১ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46 B	পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে
৬	পেনশন ও গ্রাচ্যুয়িটি ফান্ডের আয়ের উপর কর মওকুফের আবেদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-২, শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1st schedule Part-A	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৭	ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-১ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 3rd schedule	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৮	কর অবকাশ রিভিশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-১ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46 B	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
৯	সুপার এন্যুয়েশন ও পেনশন ফান্ড অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর মওকুফ ও প্রত্যর্পণ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1st schedule Part-A	পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে
১০	গ্রাচ্যুইটি ফান্ড অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর মওকুফ ও প্রত্যর্পণ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1st schedule Part-C	পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে
১১	প্রভিডেন্ট ফান্ডের আপীল নিস্পত্তি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর মওকুফ ও প্রত্যর্পণ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1st schedule Part-B	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
১২	ভ্রমণকর রশিদ সরবরাহ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর মওকুফ ও প্রত্যর্পণ শাখা)	ভ্রমণ কর আইন ২০০৩	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য
১৩	উৎসে অগ্রিম আয়কর কর্তন অব্যাহতি সংক্রান্ত সনদ প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-২ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ ও ৫৩ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ ও ১৭	দ্রুত সনদ প্রদানযোগ্য
১৪	আই. টি. পি রেজিষ্ট্রেশন সনদ প্রদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর অব্যাহতি-৩ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ (২) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-৩৭	দ্রুত সনদ প্রদানযোগ্য
১৫	আয়কর আইনজীবীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর - ১৩ শাখা)	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ (৩)	দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য

আয়কর বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সিটিজেন চার্টার

ক্রমিক নং	কাজের নাম/প্রকৃতি	সেবা প্রদানকারী/স্থান	সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান	নির্ধারিত সময়সীমা
১.	আয়কর রিটার্ণ সরবরাহ ও আয়কর রিটার্ণের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান	উপকর কমিশনারের কার্যালয়	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫, ৭৭ ও ৯৩	তাৎক্ষনিক
২.	নতুন করদাতাদের ক্ষেত্রে টিআইএন সনদ ইস্যু	উপকর কমিশনারের কার্যালয়	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধি 64B	পূর্ণাঙ্গ আবেদন দাখিলের পর ১ দিন
৩.	ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু	উপকর কমিশনারের কার্যালয়		দ্রুত ইস্যুযোগ্য
৪.	আয়কর মামলার শুনানী গ্রহণ, মামলা নিস্পত্তি এবং কর দাবীনামা জারী	উপকর কমিশনারের কার্যালয়	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৯,৮৩ (১) ও (২), ৮৪ এবং ধারা ১৩৫	মামলা নিস্পত্তির পর ৩০ দিন
৫.	সম্পদ বিবরণীর অবিকল নকল সরবরাহ	উপকর কমিশনারের কার্যালয়	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০	দ্রুত প্রদানযোগ্য
৬.	করদাতা কর্তৃক আপীল দায়ের	কর কমিশনার (আপীল), আপীলাত অতিরিক্ত/ যুগ্ম কর কমিশনার অফিস	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৩	দাবীর নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে
৭.	আপীল মামলা নিস্পত্তি	আপীলাত যুগ্ম/ অতিরিক্ত/ কর কমিশনার অফিস	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৬	আপীল দায়েরপরবর্তী ৩ মাস
৮.	ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের	ট্রাইবুনাল অফিস	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৮	আপীল আদেশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে
৯.	ট্রাইবুনালে মামলা নিস্পত্তি	ট্রাইবুনাল অফিস	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৯	মামলা দায়েরের পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে
১০.	প্রভিডেন্ট ফান্ডের অনুমোদন	কর কমিশনারের কার্যালয়	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1st schedule, Part-B	পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে